ঘরোয়া মসজিদ বানানো সুন্নত

ঘরে নামাযের জন্য স্থান নির্ধারণ করা সুন্নত	০২
'মসজিদে বাইত' সম্পর্কিত ১০টি ঘটনা	১৪
অন্ধকারে নামায পড়া কেমন?	২০
মসজিদে বাইত এবং ইসলামী বোনদের ইতিকাফের ২৫টি বিভিন্ন মাসআলা	৩০
শিশুদেরকে নামাযী বানানোর সেরা উপায়	৩৫

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ঘরওয়া মসজিদ বানানো সুন্নত

ইয়া রব্বে মুস্তফা! যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **'ঘরওয়া মসজিদ বানানো সুন্নত'** পাঠ করবে বা শুনবে, তাকে সিজদার তৃপ্তি দান করুন এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**:** "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন এবং তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখেন।"

(তিরমিযী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮, হাদীস ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! 'মসজিদে বাইত' বানানো অর্থাৎ নিজের ঘরের ভেতরে নামাযের জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট (অর্থাৎ Fix) করে নেওয়া আম্বিয়ায়ে কেরামেরও সুন্নত এবং সুন্নতে মুস্তফাও। আমাদেরও এই সুন্নতের উপর আমল করা উচিত। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলীশান ঘরের ভেতরেও মসজিদে বাইত ছিল।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৮৭-এ ইরশাদ করেন:

وَاَوْحَیْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِیْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُیُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِیْمُوا الصَّلٰوةَؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরন করেছি যে, মিশরে আপন সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ সমূহ নির্মান করো এবং নিজেদের ঘর গুলোকে নামাযের স্থান করো, এবং নামায কায়েম রাখো আর মুসলমানদের সুসংবাদ শুনাও।

ঘরে নামাযের জন্য স্থান নির্ধারণ করা সুন্নত

'নূরুল ইরফান'-এ রয়েছে: এ থেকে জানা গেল যে, বসবাসের ঘরে 'ঘরওয়া মসজিদ' বানানো, যাকে মসজিদে বাইত বলা হয়, তা আম্বিয়ায়ে কেরামের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) সুন্নত। তাই মুসলমারদের উচিত নিজেদের ঘরের কোনো অংশ পাক-পবিত্র রাখবে নামাযের জন্য এবং সেখানে মহিলারা ইতিকাফ করবে। এটাও জানা গেল যে, ঘরে কিছু নামায পড়া উচিত; ফরয মসজিদে, সুন্নত-নফল ঘরে। কিছুদূর এগিয়ে মুফতী সাহেব আরও বলেন: ঘরে নামাযের জন্য স্থান নির্ধারণ করা (অর্থাৎ মসজিদে বাইত বানানো) 'সুন্নত'। **(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৩৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" **(তাবারানী)**

প্রিয় আকা'র নামায পড়ার স্থানকে 'মসজিদে বাইত' বানানোর (ঘটনা)

হযরত উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বারগাহে রিসালাত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমার ঘরে তাশরীফ আনুন এবং নামায আদায় করুন, যাতে আমি আপনার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়ার স্থানকে নিজের নামাযের স্থান (অর্থাৎ মসজিদে বাইত) বানিয়ে নিতে পারি। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং নামায আদায় করলেন। **(নাসায়ী, পৃষ্ঠা ১২৮, হাদীস ৭৩৪, সংক্ষেপে)**

"মিরআত'-এ রয়েছে: ঘরের কোণে নামায এজন্য পড়েছেন যাতে ওই ঘর হুযূর আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নফল (আদায় করার) দ্বারা বরকতময় হয়ে যায় এবং এই স্থানটি পরিবারের সদস্যদের জন্য স্থায়ী (অর্থাৎ PERMANENT) নামাযের স্থান (অর্থাৎ মসজিদে বাইত) হয়ে যায়। **(মিরআত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৯৯)**

ইলাহী জিসকে সবব সে ইয়ে আরশ ও ফরশ বনে
উসি কা মেরা ভি দিল মে কিয়াম হো যায়ে

(কাবালায়ে বখশিশ, পৃষ্ঠা ২৭২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

প্রিয় আকাকে ঘরে তাশরীফ আনার অনুরোধ (ঘটনা)

সাহাবী, হযরত ইতবান বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি আমার কওম 'বনী সালিম'কে নামায পড়াতাম। আমার এবং তাদের মাঝে একটি নালা (অর্থাৎ বর্ষার স্রোত) ছিল, যখন বৃষ্টি হতো তখন আমার জন্য মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছানো খুব কঠিন হয়ে যেত। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আমি আরয করলাম যে, আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার ও আমার কওমের (বনী সালিম) মাঝে একটি নালা প্রবাহিত হয়, যখন বৃষ্টি হয় তখন আমার মসজিদে পৌঁছানো খুব কঠিন হয়ে যায়। আমি চাই যে, আপনি আমার ঘরে তাশরীফ আনুন এবং সেখানে নামায আদায় করুন, যাতে আমি আপনার ওই স্থানটিকে আমার মুসল্লা (অর্থাৎ নামাযের জায়গা) বানিয়ে নিতে পারি। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اِنْ شَآءَ الله আমি শীঘ্রই আসব।" হযরত ইতবান বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: পরদিন সূর্য ওঠার পর হুযূর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে তাশরীফ আনলেন এবং (তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি ভেতরে তাশরীফ আনার অনুরোধ করলাম। হুযূর রহমতে আ'লম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ এনে বসার আগেই ইরশাদ করলেন: "তোমার কোন জায়গাটি পছন্দ যেখানে আমি নামায পড়ব?" হযরত ইতবান বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি যেদিকে চাইলাম, সেদিকে ইশারা করলাম। হুযূর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়ালেন এবং আমরা তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

পেছনে কাতার বানালাম। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২ রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন এবং আমরাও সালাম ফিরালাম। আমি তাঁর জন্য তৈরি করা 'খাযীরা' (অর্থাৎ গোশত দিয়ে তৈরি এক প্রকারের খাবার) পেশ করার জন্য সরকার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে বসিয়ে রাখলাম। মহল্লার লোকেরা যখন জানতে পারল যে, রাসূল পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার ঘরে তাশরীফ এনেছেন, তখন সেখানে লোকেরা একত্রিত হতে শুরু করল, এমনকি অনেক লোক জমা হয়ে গেল। **(বুখারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৯, হাদীস ১১৮৬)**

আল্লাহ রাব্বুল ইযযত-এর রহমত তাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুনা হে আপ হার আশিক কে ঘর তাশরীফ লাতে হে
মেরে ঘর মে ভি হো যায়ে চারাগা ইয়া রাসূলাল্লাহ

শারহে বুখারী, হযরত মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে স্থানগুলোতে হুযূর আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়েছেন, তা বরকতময় হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে বরকত হাসিল করা, بالقصد (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে) সেখানে নামায পড়া সাহাবায়ে কেরামের (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ) সুন্নত। **(নুযহাতুল কারী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১)**

হযরত ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: মহল্লাবাসী ও প্রতিবেশীদের জন্য

মুস্তাহাব যে, যদি তাদের মধ্যে কোনো নেককার ব্যক্তি তাশরীফ আনেন, তবে তারা তার সাক্ষাতের জন্য এবং তার থেকে বরকত হাসিল করার জন্য সমবেত হবে। এবং এতেও কোনো অসুবিধা নেই যে, ঘরে নামায ইত্যাদি পড়ার জন্য একটি বিশেষ স্থান (অর্থাৎ মসজিদে বাইত) বানিয়ে নেওয়া হয়। **(শরহে মুসলিম লিন নববী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬১)**

শাহে জিন ও বশর খাইর সে মেরে ঘর,
তেরে আয়েঁ কদম তাজেদারে হেরম। **(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ২৫৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

'মসজিদে বাইত' কাকে বলে?

ঘরে যে স্থান নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, তাকে 'মসজিদে বাইত' বলে। **(ফাতাওয়ায়েরযভিয়্যা , খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ৪৭৯, পরিবর্তনে)**

'মসজিদ' এবং 'মসজিদে বাইত'-এর নামাযের সাওয়াবে পার্থক্য

মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ওটা (অর্থাৎ ঘরওয়া মসজিদ) ফিকহী পরিভাষায় মসজিদ হবে না এবং তাতে নামায পড়ার সেই সওয়াবও নেই যা মসজিদে পড়ার সওয়াব, যতক্ষণ না তাকে মসজিদের জন্য 'ওয়াকফ' করে তার রাস্তা ঘরের রাস্তা থেকে আলাদা করে এমনভাবে করে না দেয় যে, মুসলমান যখন ইচ্ছা নামায পড়তে পারে। **(নুযহাতুল কারী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৭)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

'ওয়াকফ' কাকে বলে?

আপনারা এইমাত্র 'ওয়াকফ' সম্পর্কে পড়লেন, আসুন! ইসলামে 'ওয়াকফ' কাকে বলে, এটাও জেনে নিই। অতঃপর 'বাহারে শরীয়ত', খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫২৩-এ রয়েছে: ওয়াকফের এই অর্থ হলো যে, কোনো জিনিসকে নিজের মালিকানা থেকে বের করে খাঁটি আল্লাহ পাকের মালিকানায় এমনভাবে করে দেওয়া যে, তার উপকার খোদার বান্দাদের মধ্যে থেকে যে কেউ পেতে থাকে। **(আলমগীরী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫০)**

মদীনায় সর্বপ্রথম 'মসজিদে বাইত' কে বানিয়েছিলেন?

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আম্মার বিন ইয়াসির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (মদীনা শরীফের সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে) সর্বপ্রথম নিজের ঘরে মসজিদ বানিয়েছিলেন যেখানে তিনি ইবাদত করতেন।

(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪১৮)

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সিজদার স্থান (ঘটনা)

উম্মুল মু'মিনীন (অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানের মা) হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ইরশাদ করেন আমি এক রাতে সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে বিছানায় আরামরত অবস্থায় পেলাম না, তখন আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে আমার হাত তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুবারক পায়ের তালুতে লাগল। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদারত অবস্থায় নিজের সিজদার স্থানে এটি পড়ছিলেন:

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَآ اُحْصِیْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ۔

অর্থাৎ **হে আল্লাহ পাক!** আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে এবং তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, আমি তোমার প্রশংসা এমনভাবে করতে পারি না যেমন তুমি নিজে নিজের প্রশংসা করেছ।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা ১৯৯, হাদীস ১০৯০)

হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস শরীফের এই অংশ 'তাঁর সিজদা করার স্থানে'-এর ব্যাখ্যায় লেখেন: ওই স্থান যেখানে আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক হুজরায় নামায আদায় করতেন, এবং এটাও হতে পারে যে, ওটা মসজিদে নববী ছিল। **(মিরকাতুল মাফাতীহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬১২, সংক্ষেপে)** 'মিরআত'-এ রয়েছে: অর্থাৎ সিজদায় পড়ে দোয়া করছিলেন, মসজিদে নববী যেহেতু হযরত আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا -এর হুজরার সাথে একদম লাগানো ছিল, সেদিকেই দরজা ছিল, তাই তাঁর হাত নিজের বিছানায় বসে বসেই মসজিদে পৌঁছে গিয়েছিল। **(মিরআত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮২)**

প্রিয় আকা'র মসজিদে বাইত

উম্মুল মু'মিনীন (অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানের মা) হযরত বিবি মাইমুনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ইরশাদ করেন: "আমি আমার নামায না পড়ার দিনগুলিতে হুযূর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সিজদা করার স্থানের (অর্থাৎ সিজদার জায়গা) বরাবর শুয়ে থাকতাম।"

(বুখারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩২, হাদীস ৩৩৩)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

হযরত ইমাম কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লেখেন: এখানে সিজদার স্থান বলতে হুযূর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সিজদা করার স্থান (মসজিদে বাইত) বোঝানো হয়েছে, এখানে মসজিদে নববী শরীফ উদ্দেশ্য নয়। **(উমদাতুল কারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮৪, সংক্ষেপে)**

আহলে ইসলাম কি মাদারানে শাফিক,
বানুওয়ানে তুহারাত হে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৩১০)

শব্দার্থ: আহলে ইসলাম: মুসলমান। মাদার: মা। শফীক: দয়ালু। বানু: সম্মানিত নারী। তাহারাত: পবিত্রতা।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: নূরওয়ালা আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সম্মানিত, পবিত্র স্ত্রীগণ যারা সকল মুসলমানের দয়ালু মা, সেই পবিত্র নারীদের উপর লক্ষ সালাম।

হার যাওজায়ে নবী জান্নাতি জান্নাতি
সব সাহাবিয়্যাত ভি জান্নাতি জান্নাতি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘরগুলোকে কবর বানিও না

ফরমান-এ-মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**:** "তোমাদের কিছু নামায নিজেদের ঘরের জন্য নির্দিষ্ট করো এবং ঘরগুলোকে কবর বানিও না।"

(মুসলিম, পৃষ্ঠা ৩০৬, হাদীস ১৮২১)

www.dawateislami.net

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লেখেন: এভাবে যে, ফরয মসজিদে পড়ো এবং সুন্নত ও নফল ঘরে এসে অথবা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে পড়ো এবং তাহাজ্জুদ, চাশত ইত্যাদি নামায ঘরে পড়ো, যাতে নামাযের নূর ঘরে থাকে এবং মহিলা ও শিশুরা তোমাদের দেখে নামাযের প্রতি আগ্রহী হয়। এছাড়া ঘরের নামাযে রিয়া (লোক দেখানো) কম হয়। **(মিরআত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪১)** হযরত আল্লামা ইবনে বাত্তাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লেখেন: যে ঘরে নামায পড়া হয় না, তাকে কবরের সাথে তুলনা (অর্থাৎ কবরের মতো বলা) করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন করো না যে, যেভাবে মৃতরা কবরে নামায পড়ে না, তোমরাও নিজেদের ঘরে নামায পড়ো না।

ঘরে নফল পড়া কল্যান ও বরকতের কারণ

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমাদের কেউ নিজের মসজিদে নামায আদায় করে নেয়, তখন তার উচিত নিজের ঘরের জন্য নামাযের কিছু অংশ বাঁচিয়ে রাখা, কারণ আল্লাহ পাক সেই নামাযের কারণে তার ঘরে কল্যান ও বরকত দান করবেন।"

(শরহে বুখারী লি ইবনে বাত্তাল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৬; ২: মুসলিম, পৃষ্ঠা ৩০৬, হাদীস ৭৭৮)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লেখেন: ফরয নামায জামায়াতের সাথে মসজিদে আদায় করো, কারণ এই মসজিদগুলো বিশেষ করে এজন্যই বানানো হয়েছে। নফল নামায নিজের থাকার জায়গায় অর্থাৎ ঘরে ইত্যাদি আদায় করো, যাতে সেই নামাযের বরকত তোমাদের ঘরে এবং সেখানে

www.dawateislami.net

বসবাসকারীদের কাছে পৌঁছায়। হযরত ইমাম ইরাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই প্রসঙ্গে এটাও ইরশাদ করেছেন যে, নামায রিযিক নিয়ে আসে। **(ফয়যুল কাদীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩৫)** আরেকটি হাদীস শরীফে রয়েছে: আল্লাহ পাকের যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের আধিক্য দ্বারা নিজেদের ঘরগুলোকে আলোকিত করো। **(শরহে ইবনে বাত্তাল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৭)**

নফলগুলো মসজিদে বাইতে পড়ুন

নেককার হওয়ার একটি সেরা উপায় হলো প্রতিদিন নিজের আমলের হিসাব নিয়ে মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা : "নেক আমল"-এ দেওয়া ঘরগুলো পূরণ করে প্রতি মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার "'আমল সংশোধন" বিভাগের - দায়িত্বশীলের কাছে জমা করানো। এই পুস্তিকায় নিজের মসজিদে বাইত (অর্থাৎ ঘরওয়া মসজিদ)-এ নামায পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাই যতদূর সম্ভব, ইসলামী ভাইয়েরা তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন, সালাতুত তওবা ইত্যাদি নিজের ঘরের মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে বাইতে আদায় করুন এবং ইসলামী বোনেরা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযও নিজের 'মসজিদে বাইত'-এ পড়ুন।

সুন্নতগুলো মসজিদেই পড়ুন

নিঃসন্দেহে ফরয রাকাতের আগের ও পরের সুন্নতগুলো ঘরে পড়ার জন্য হাদীস শরীফে উৎসাহ রয়েছে, কিন্তু এখন মুসলমানদের ধরণ বদলে গেছে। যে মসজিদে শুধু ফরয রাকাতগুলো পড়ে, তার সম্পর্কে মানুষের মনে এই কুমন্ত্রনা আসতে পারে যে, এই ব্যক্তি সুন্নত পড়ে না।

www.dawateislami.net

তাই মুসলমানদের গীবত, অপবাদ এবং কুধারনা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বাঁচানোর নিয়তে সুন্নতগুলো এখন মসজিদেই পড়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ -এর ফরমান সহজ ভাষায় পেশ করার চেষ্টা করছি: "আজকাল সাধারণ মুসলমানরা সুন্নতগুলো মসজিদেই পড়ে এবং সাধারণ মুসলমানদের রীতি থেকে সরে যাওয়া আঙ্গুল ওঠার এবং ভালো-মন্দ বলার কারণ হয় এবং এর দ্বারা গীবত ও কুধারনার দরজা খোলে। ঘরে সুন্নত পড়া একটি মুস্তাহাব কাজ ছিল, কিন্তু এই হিকমতগুলোর (অর্থাৎ সাধারন লোকদের কুধারনা ইত্যাদি গুনাহে পড়ার আশঙ্কার) কারণে এই (অর্থাৎ ঘরে সুন্নত পড়ার) কাজকে ছেড়ে দেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" **(দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রিযভিয়্যাহ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪১৬)**

ঘরে ঘরে মসজিদে বাইত তৈরি করুন

হে আশিকানে নামায! আগের পবিত্র যুগের মুসলমানদের ঘরে মসজিদে বাইত (অর্থাৎ ঘরওয়া মসজিদ) থাকতো। আফসোস! এখন ঘরে বেডরুম, ড্রয়িং রুম, ড্রেসিং রুম, স্টাডি রুম, ফিটনেস রুম, টিভি লাউঞ্জ এবং না জানি কী কী বানানো হচ্ছে! যদি কিছু না বানানো হয়, তবে 'মসজিদে বাইত' এবং ওযু খানা বানানো হয় না। সাহস করুন! ভালো ভালো নিয়তের সাথে নিজের ঘরে মসজিদে বাইত বানান এবং সওয়াবের অধিকারী হোন। 'বাহারে শরীয়ত'-এ মসজিদে বাইতের প্রতি উৎসাহ দিয়ে লেখা হয়েছে: "মহিলাদের জন্য এটাও মুস্তাহাব যে, ঘরে নামায পড়ার জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট (অর্থাৎ ফিক্স) করে নেবে এবং উচিত যে, এই

www.dawateislami.net

স্থানটিকে পবিত্র রাখবে এবং ভালো হয় যে, এই স্থানটিকে চবুতরা ইত্যাদির মতো উঁচু করে নেবে। এমনকি পুরুষেরও উচিত যে, নফলের জন্য ঘরে কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে নেবে, কারণ নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম।" **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৯৪; বাহারে শরীয়ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২১)** মনে রাখবেন! মসজিদে বাইতের জন্য পুরো একটি কামরা (ROOM) হওয়া জায়েয তো বটেই, কিন্তু জরুরী নয়। কোনো কামরায় একজন ব্যক্তি নামায পড়তে পারে এমন জায়গা যদি ফিক্স (FIX) করে নেওয়া হয়, তবে তাও যথেষ্ট। এর জন্য আলাদাভাবে নির্মাণ ইত্যাদিও জরুরী নয়।

(ফয়যানে নামায, পৃষ্ঠা ৫৩৭, পরিবর্তনে)

ঘরে মসজিদ বানানো বুজুর্গদের তরিকা

ঘরওয়া মসজিদ নামায আদায় করার স্থানগুলোর মধ্যে একটি এবং বুজুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ-এর অভ্যাস ছিল যে, তারা নিজেদের ঘরে নামায পড়ার স্থানকে বিশেষ করতেন (অর্থাৎ 'মসজিদে বাইত' বানাতেন)।

(ফাতহুল বারী লি ইবনে রজব, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৯)

মসজিদে বাইত বানানোর ব্যাপারে -মুস্তফার হুকুম

ঘরে মসজিদে বাইত বানানোর ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনীন (অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানের মা) হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন যে, সমস্ত নবীদের সরদার, জনাব আহমদ মুখতার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে মসজিদ বানানোর এবং সেগুলোকে -পবিত্র ও সুগন্ধিময় রাখার হুকুম দিয়েছেন। **(আবু দাউদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৭, হাদীস ৪৫৫)**

www.dawateislami.net

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লেখেন: এর দ্বারা 'মসজিদে বাইত' উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ঘরে কোনো হুজরা (অর্থাৎ ROOM) বা কোণা নামাযের জন্য রাখা হবে যেখানে কোনো দুনিয়াবী কাজ করা হবে না, সেই স্থানে পরিচ্ছন্নতা থাকবে এবং সুগন্ধির খেয়াল রাখা হবে। আমরা আমাদের বুজুর্গদের এর উপর আমলকারী (অর্থাৎ আমল করতে) দেখেছি, এখন এর প্রচলন কমে যাচ্ছে। এছাড়া এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মসজিদগুলোতে সুগন্ধি জ্বালানো, আতর লাগানো মুস্তাহাব। **(মিরআত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৩)** মনে রাখবেন! সুগন্ধি লাগানো বা জ্বালানোর দ্বারা যদি বর্তমান বা ভবিষ্যতের লোকদের উপকার হয় তবেই সুগন্ধি লাগানো যাবে, নতুবা নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

'মসজিদে বাইত' সম্পর্কিত ১০টি ঘটনা

(১) সিদ্দীকে আকবর এবং মসজিদে বাইতে ইবাদতের বরকত

মুসলমানদের প্রথম খলীফা আশেকে আকবর হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইসলামের শুরুতে নিজের ঘরের উঠোনে একটি মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে বাইত) বানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি কুরআন করীমের তিলাওয়াত করতেন এবং নামায পড়তেন। লোকেরা এই ঈমান-উদ্দিপক দৃশ্য দেখার জন্য একত্রিত হতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁর ইবাদত ও তিলাওয়াত এবং

www.dawateislami.net

আল্লাহভীতিতে কান্নার অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক লোক দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে। **(আর-রিয়াযুন নাদরা, ১ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯২)** আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়াকিনান মাস্বায়ে খাওফে খোদা সিদ্দিকে আকবর হে
হাকীকি আশেকে খায়রুল ওয়ারা সিদ্দিকে আকবর হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৫৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) বিবি ফাতেমার মসজিদে বাইত (অর্থাৎ ঘরের মসজিদ)

নবী-দৌহিত্র, সাহাবী-পুত্র হযরত ইমাম হাসান বিন মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন যে, আমি আমার আম্মাজান খাতুনে জান্নাত হযরত বিবি ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا -কে দেখেছি যে, তিনি রাত ভর মসজিদে বাইতে (অর্থাৎ ঘরের মসজিদে) ফজরের সময় পর্যন্ত নফল পড়তে থাকতেন। আমি তাঁকে নিজের পরিবর্তে অন্য মুসলমানদের জন্য অনেক দোয়া করতে শুনেছি। আমি আরয করলাম: আম্মাজান! কী কারণ যে, আপনি নিজের জন্য কোনো দোয়া করছেন না? তিনি বললেন: "আগে প্রতিবেশী, তারপর ঘর।" **(মাদারিজুন নুবুওয়াহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬১, পরিবর্তনে)** আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

পায়ে হোসাইন ও হাসান ফাতেমা আলী হায়দার
হামারে বিগড়ে হুয়ে কাম দে বানা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) সারাদিনের ইবাদতের চেয়েও ভারী বাক্য

আল্লাহ পাকের প্রিয় সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার ফজরের নামাযের পর উম্মুল মু'মিনীন (অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানের মা) হযরত বিবি জুওয়াইরিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর হুজরায় তাশরীফ আনলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তখন নিজের সিজদার স্থানে (অর্থাৎ মসজিদে বাইতে) ছিলেন। তারপর চাশতের সময় পুনরায় তাশরীফ আনলেন, তখনো তিনি সেখানেই বসেছিলেন। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি তখন থেকেই এখানেই বসে আছো? আরয করলেন: জী, হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি এখান থেকে যাওয়ার পর ৪টি এমন বাক্য ৩ বার পড়েছি, যদি সেগুলোকে তোমার সারাদিনের ইবাদতের সাথে ওজন করা হয়, তবে সেগুলো ভারী হবে। সেই বাক্যগুলো এই:

سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ، وَرِضَا نَفْسِهٖ، وَزِنَةَ عَرْشِهٖ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ۔

(মুসলিম, পৃষ্ঠা ১১১৯, হাদীস ৬৯১৩)

অনুবাদ: আমি আল্লাহ-র এমন পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর এমন প্রশংসা করছি, যা সমস্ত সৃষ্টির সমান, তাঁর সন্তুষ্টির কারণ, তাঁর

আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর কালামের কালির সমান। (উদ্দেশ্য এই যে, আমি আল্লাহ-র পবিত্রতা ও প্রশংসা অগণিতবার করছি।)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লেখেন: মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য মুসল্লা, অর্থাৎ সিজদার স্থান বা ওই জায়গা যা ঘরে নামাযের জন্য বিশেষ করে নেওয়া হয় (যাকে মসজিদে বাইত বলা হয়)। অর্থাৎ আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর এই ওযীফা পড়ে নিয়েছি যা আমলে অনেক হালকা ও সহজ। যদি কাল কিয়ামতে রব তা'আলা মীযানের এক পাল্লায় (PAN) তোমার আজকের সারাদিনের এই ওযীফা রাখেন এবং অন্য পাল্লায় (PAN) আমাদের (পড়া) এই বাক্যগুলো রাখেন, তবে সওয়াবে এই বাক্যগুলো বেড়ে যাবে। এই (ব্যাপক) শব্দগুলোতে সব জিনিস এসে গেছে, কোনো জিনিস বাকি নেই, তাই এর (প্রতিদান)ও বেশি। **(মিরআত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩৯)** এই ওযীফা নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য বিশেষ নয়, প্রত্যেকেই পড়তে পারে।

তু আবাদি হে, তু আযালি হে, তেরা নাম আলীম ও আলী হে
জাত তেরে সব সে বরতর হে, ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৯২)

খেজুরের চার হাজার বিচি (ঘটনা)

বর্ণিত ঘটনায় অধিক সওয়াবওয়ালা একটি ওযীফার উল্লেখ রয়েছে। তার চেয়েও কম শব্দে অনেক বেশি সওয়াবওয়ালা একটি

www.dawateislami.net

ওযীফার একটি বর্ণনা দেওয়া হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত বিবি সাফিয়্যা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কাছে তাশরীফ আনলেন, আমার সামনে খেজুরের চার হাজার বিচি রাখা ছিল, যার উপর আমি তাসবীহ পড়ছিলাম। এটা দেখে হুযূর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি এই বিচিগুলোর উপর তাসবীহ পড়েছ, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব না যা এগুলোর চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ? আমি আরয করলাম: কেন নয়, অবশ্যই শিখিয়ে দিন। ইরশাদ করলেন: তুমি এভাবে বলো:

سُبْحٰنَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ

অনুবাদ: আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার সমান পবিত্র।

(তিরমিযী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩২৫, হাদীস ৩৫৬৫)

ওয়াসফ বয়া করতে হে সারে সঙ্গ ও শাজার আউর চান্দ সিতারে
তাসবীহ হার খুশক ও তর হে, ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র বিবিগণ ইতিকাফ করতে থাকেন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযানুল মুবারকের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। এমনকি আল্লাহ পাক তাঁকে (জাহেরী) ওফাত দান করেন। তারপর তাঁর (পবিত্র স্ত্রীগণ) ইতিকাফ করতে থাকতেন।

(বুখারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬৪, হাদীস ২০২৬)

www.dawateislami.net

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উম্মাহাতুল মুমীনিন ও চার ইয়ার,
সব সাহাবা ছে হামে তু পিয়ার হে। **(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৭০০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

'মিরআত'-এ রয়েছে: হুযূর আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর ওফাত (শরীফ)-এর পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ সবসময় নিজেদের ঘরে (অর্থাৎ মসজিদে বাইতে) ইতিকাফ করেছেন। ফকীহগণ বলেন: এই (অর্থাৎ মহিলাদের জন্য) ঘরের (মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে বাইতে) ইতিকাফ করা অনেক ভালো। **(মিরআত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১২)**

(৪) ঘরে মসজিদ বানানো

সাহাবীয়া হযরত বিবি উম্মে হুমাইদ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا হুকুম দিয়েছিলেন যে, তাঁর জন্য ঘরের অন্ধকার কোণে একটি মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে বাইত) বানানো হোক। তিনি সেই (মসজিদে বাইতে) নামায আদায় করতে থাকতেন, এমনকি তাঁর ইন্তেকাল শরীফ হয়ে যায়। **(আল-ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হিব্বান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩১৮, হাদীস ২২১)** আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

অন্ধকারে নামায পড়া কেমন?

অন্ধকারে নামায পড়া যায়, এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার যাতে ভয় হয় এবং মন অস্থির হয়, তবে তা নামাযের খুশু ও খুযুর পরিপন্থী হবে, তাই এমন অন্ধকারে নামায পড়া উচিত নয়।

(৫) সরকার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে বাইতে নামায পড়িয়েছেন

খাদিমুন্নবী হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের ঘরে একটি মসজিদ (বাইতে) বানিয়েছিলেন। তিনি হুযূর আকরাম -এর কাছে খবর পাঠালেন, তখন প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এবং হযরত আবু তালহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সেই (মসজিদে বাইতে) (নফল) নামায পড়ালেন এবং হযরত উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا (নামাযে) আমাদের পেছনে ছিলেন। **(মু'জামুল কবীর, খণ্ড৫ , পৃষ্ঠা ৯১, হাদীস ৪৬৭৯)**

(৬) মসজিদে বাইতে সিজদারত অবস্থায় ইন্তেকাল

হযরত ওলীদ বিন মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু সা'লাবা খুশানী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইবাদতগুযার সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ -দের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁকে 'আহলে সুফফার মধ্যে গণ্য করা হতো। তিনি বলতেন: "আশা করি, আল্লাহ পাক আমাকে গাফলতির মৃত্যু দেবেন না, যেমন অন্যদের দেওয়া হয়।" রাবী (তাঁর

www.dawateislami.net

একটি কারামত) বর্ণনা করে বলেন যে, হযরত আবু সা'লাবা খুশানী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঘরের উঠোনে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটি গায়েবী আওয়াজ এল: "হে আব্দুর রহমান!" অথচ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুর রহমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কোনো গযওয়াতে (অর্থাৎ যুদ্ধে) শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। যখন হযরত আবু সা'লাবা খুশানী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনুভব করলেন যে, ইন্তেকালের (DEATH) সময় এসে গেছে, তখন তিনি মসজিদে বাইতে (অর্থাৎ ঘরের মসজিদে) তাশরীফ এনে সিজদায় পড়ে গেলেন এবং সিজদার অবস্থাতেই তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর ইন্তেকাল শরীফ হলো।

(আল্লাহওয়ালো কি বাতেঁ, , খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৭, ৫৪) (হিলইয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯, ৩৭, নং ১৪১৪)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মসজিদে বাইতে...

হযরত মুসাফিঈ বিন শাইবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার নিজের ছেলের সাথে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর মেহমান হলেন। তিনি বললেন যে, নিজের ছেলেকে মেহমানখানায় পাঠিয়ে দাও এবং তুমি আমার সাথে ঘরে চলো (কারণ মুসাফিঈ ' তাঁর সম্মানিত

www.dawateislami.net

স্ত্রীর মাহরাম আত্মীয় ছিলেন)। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাগরিবের নামায পড়ানোর পর ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং মসজিদে বাইতে গিয়ে সুন্নত ও নফল আদায় করতে এবং অশ্রু বিসর্জন করতে ব্যাস্থ হয়ে গেলেন। যখন অনেক দেরি হয়ে গেল, তখন তাঁর সম্মানিত স্ত্রী আওয়াজ দিলেন: "মেহমান খবারের জন্য আপনার অপেক্ষা করছে।"

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাশরীফ আনলেন এবং মেহমানের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগলেন: "ওই ব্যক্তি কীভাবে পেট ভরে খেতে পারে, যার উপর পূর্ব ও পশ্চিমের মজলুমদের দাবি রয়েছে।" **(সীরাতে উমর বিন আব্দুল আযীয লিবনিল জাওযী, পৃষ্ঠা ২২৪)** আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) অসুস্থের সেবার জন্য গেলে আগে রোগীর ঘরে নামায পড়তেন

হযরত ইবনে শাওযাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, যখনই আমরা হযরত সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর সাথে কোনো রোগীর সেবা করতে যেতাম, তখন রোগীর ঘরে গিয়ে তিনি প্রথমে (ওই ঘরে থাকা) মসজিদে বাইতে (অর্থাৎ ঘরওয়া মসজিদে) নামায আদায় করতেন, তারপর রোগীর কাছে তাশরীফ আনতেন।

(আল্লাহওয়ালো কি বাতেঁ, পৃষ্ঠা ৪৯১, খন্ড ২) (হিলইয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৫, নং ২৫৭৮)

www.dawateislami.net

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) দারিদ্র্যের মহান পুরস্কার

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা, হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ) -এর সাথে ছিলাম, তখন হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হযরত আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মারযূক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসুস্থ, আমরা সবাই তাঁর সেবা করতে চলি। সবাই দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চললেন। হযরত আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মারযূক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ঘরে কোনো বিছানা ছাড়াই মাটিতে শুয়ে ছিলেন, একটি কাপড়ের টুকরো দিয়ে কোনোমতে তাঁর সতর ঢাকা ছিল এবং তাঁর মাথা তাঁর 'মসজিদে বাইত'-এর চবুতরায় ছিল। হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করলেন: হে আবু মুহাম্মদ! আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম ছেড়ে দেয়, আল্লাহ পাক তাকে এর চেয়েও উত্তম কিছু দান করেন। এবং নিঃসন্দেহে আপনিও দুনিয়াবী জিনিসপত্র ছেড়ে দিয়েছেন, কাজেই আল্লাহ পাক আপনাকে এর বদলে কী দান করেছেন? তিনি ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা (আমার নসিব হয়েছে), এজন্যই তো আপনি আমাকে এই (দারিদ্র্যের) অবস্থায় দেখছেন।

(শুয়াবুল ঈমান, খণ্ড ৫ , পৃষ্ঠা ৫৩, নং ৫৭৪৯)

www.dawateislami.net

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ছাড়

হে আশিকানে রাসূল! নিশ্চয়ই যার আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকার সৌভাগ্য নসিব হয়েছে, সে দুনিয়ার বড় বড় ধনীদের, এমনকি বাদশাদের চেয়েও বেশি ভাগ্যবান। আমাদেরও উচিত যে, কখনো দারিদ্র্য ও অভাব দেখা দিলে ধৈর্য ও সাহসের সাথে কাজ নেওয়া। গরীবদের এই মানসিকতা তৈরি করে রাখা উচিত যে, আল্লাহ পাক আমরা গুনাহগারদের যে অবস্থায় রেখেছেন, সেটাই আমাদের জন্য উত্তম। কে জানে, ধনী হওয়ার মধ্যে আমাদের জন্য বরবাদি লুকিয়ে আছে। মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব 'শুকরিয়া আদায়ের ফযীলত', পৃষ্ঠা ৩৪-এ রয়েছে: হযরত উকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা দেখো যে, আল্লাহ পাক বান্দাদের তাদের নাফরমানি সত্ত্বেও তাদের ইচ্ছানুযায়ী দান করছেন, তখন এটা তাঁর পক্ষ থেকে তাদের জন্য ছাড়।" **(মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২২, হাদীস ১৭৩১৩)**

জে ছুহনা মরে দুখ ভিজ রাজি
মাই ছুখ নুঁ ছুল্লে পাওয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১০) হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর বাঁদীর স্বপ্ন

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর এক বাঁদী তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলো। সে তাঁকে সালাম জানাল এবং তারপর মসজিদে বাইতে দুই রাকাত নামায আদায় করল, যার পর তার ঘুম এসে গেল। ঘুমের অবস্থাতেই সে কাঁদতে লাগল এবং তারপর জেগে উঠে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর খিদমতে আরয করল: হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ পাকের কসম! আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: সেটা কী? বাঁদী আরয করল: আমি দেখলাম যে, জাহান্নাম জাহান্নামীদের উপর গর্জন করছে, তারপর পুলসিরাতকে এনে জাহান্নামের পিঠের উপর রাখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তারপর কী হলো? সে আরয করল: "খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে আনা হলো এবং সে পুলসিরাতে চলতে লাগল, একটুখানি চলার পরেই পুলসিরাত উল্টে গেল এবং সে জাহান্নামে পড়ে গেল।" তিনি বললেন: তারপর কী হলো? বাঁদী বলল: তারপর "খলীফা ওলীদ বিন আব্দুল মালিককে এনে পুলসিরাতে চালানো হলো, সে একটুখানি দূরত্বই পার করেছিল যে, পুলসিরাত উল্টে গেল এবং সে জাহান্নামে পড়ে গেল।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এর পরে কী হলো? সে আরয করল: তারপর "খলীফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিককে আনা হলো এবং সেও পুলসিরাতে চলতে লাগল, কিন্তু একটুখানি চলার পরেই পুলসিরাত উল্টে গেল এবং সেও জাহান্নামে পড়ে গেল।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তারপর কী হলো? বাঁদী

www.dawateislami.net

আরয করল: আল্লাহ পাকের কসম! হে আমীরুল মু'মিনীন! এর পর আপনাকে আনা হলো। এটা শুনেই হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। বাঁদী দাঁড়িয়ে তাঁর কানে আওয়াজ দিতে লাগল: হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ পাকের কসম! আমি দেখেছি যে, আপনি নাজাত পেয়ে গেছেন। আল্লাহ পাকের কসম! আমি দেখেছি যে, আপনি নাজাত পেয়ে গেছেন। দাসী এটি আওয়াজ দিতে থাকল, কিন্তু তিনি চিৎকার করতে এবং গোড়ালি ঘষতে থাকলেন। **(ইহয়াউল উলূম (উর্দু), খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৫৪;ইহয়াউল উলুম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৩১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! গায়রে নবীর স্বপ্ন শরীয়তে হুজ্জত অর্থাৎ দলীল নয়। বাঁদীর স্বপ্নের ভিত্তিতে এই খলীফাদেরকে কখনোই জাহান্নামী বলা যাবে না। আল্লাহ পাকই তাদের অবস্থা ভালো জানেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনদের ইতিকাফ

ইতিকাফ কত প্রকার?

ইতিকাফের তিন প্রকার: **(১) ওয়াজিব:** ইতিকাফের মান্নত করলে, অর্থাৎ মুখে বললে (শুধু মনে ইচ্ছা করলে ওয়াজিব হবে না)। **(২) সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ:** রমযানের পুরো শেষ দশকে, অর্থাৎ শেষের দশ দিনে ইতিকাফ করা। অর্থাৎ ২০ রমযানে সূর্য ডোবার সময় ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে থাকা এবং ৩০ তারিখের সূর্যাস্তের পর বা ২৯ তারিখে চাঁদ

www.dawateislami.net

দেখার পর বের হওয়া। যদি ২০ তারিখ মাগরিবের নামাযের পর ইতিকাফের নিয়ত করে, তবে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ আদায় হবে না। এবং এই ইতিকাফ সুন্নতে কিফায়া, অর্থাৎ যদি সবাই ছেড়ে দেয়, তবে সবার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে এবং শহরে একজন করে নিলে সবাই (দায়িত্ব থেকে মুক্ত) হয়ে যাবে। (৩) এই দুটি ছাড়া আর যে ইতিকাফ করা হয়, তা মুস্তাহাব ও সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ।

(বাহারে শরীয়ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২১; আদ দুররুল মুখতার , খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৯৫)

মসজিদে বাইতের বিভিন্ন শরয়ী মাসআলা

মহিলারা ঘরেই ইতিকাফ করবে, কিন্তু সেই জায়গায় যা সে নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট (ফিক্স) করে রেখেছে, যাকে 'মসজিদে বাইত' বলা হয়। আর যদি মহিলা নামাযের জন্য ঘরে কোনো জায়গা নির্দিষ্ট (FIX) করে না রাখে, তবে ঘরে ইতিকাফ করতে পারবে না। তবে যখন ইতিকাফের ইচ্ছা করবে এবং কোনো জায়গাকে নামাযের জন্য বিশেষ করে নেবে, তখন সেই জায়গায় ইতিকাফ করতে পারবে।

(রদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৯৪)

মহিলা ইতিকাফের সময় মসজিদে বাইত থেকে বের হতে পারবে?

মহিলা ওয়াজিব বা সুন্নত ইতিকাফের সময় বিনা প্রয়োজনে মসজিদে বাইত (অর্থাৎ ঘরওয়া মসজিদ) থেকে বের হতে পারবে না। 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'-তে রয়েছে: মহিলা মসজিদে বাইতে ইতিকাফ করবে এবং যখন ইতিকাফ করবে, তখন সেই মসজিদে বাইতের অংশটি

www.dawateislami.net

তার জন্য এমনই হয়ে যাবে যেমন পুরুষের জন্য জামে মসজিদ। বিনা প্রয়োজনে সেখান থেকে বের হবে না। যদি বিনা প্রয়োজনে মহিলা মসজিদে বাইত থেকে বের হয়, তবে তার ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

(আলমগীরী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১২-২১১)

'বাহারে শরীয়ত'-এ রয়েছে: "মহিলা মসজিদে বাইতে ওয়াজিব বা মাসনূন ইতিকাফ করলে, বিনা ওযরে সেখান থেকে বের হতে পারবে না। যদি সেখান থেকে বের হয়, যদিও ঘরের মধ্যেই থাকে, ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।" **(বাহারে শরীয়ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২৩)**

ভুলে মসজিদে বাইত থেকে বের হওয়ার হুকুম

এক মহিলা 'মসজিদে বাইত'-এ ওয়াজিব বা সুন্নত ইতিকাফ করছিল। সে ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য বের হলো এবং রাস্তা ভুলে প্রধান(মেইন) গেটের দিকে চলে গেল। আরেক মহিলা, সে ও ইতিকাফে ছিল, সেই মহিলাকে থামানোর জন্য মসজিদে বাইত থেকে বাইরে বের হলো, দুজনেরই ইতিকাফ ভেঙে গেল। কারণ ভুলক্রমেও ইতিকাফের স্থান থেকে বাইরে বের হলে ইতিকাফ ভেঙে যায়।

(আহকামে তারাবীহ ও ইতিকাফ মা'আ বীছ তারাবীহ কা সুবূত, পৃষ্ঠা ১৯১, সংক্ষেপে)

মহিলা কী কী প্রয়োজনে মসজিদে বাইত থেকে বের হতে পারে?

মহিলা শুধু প্রাকৃতিক প্রয়োজন (যেমন ইস্তিঞ্জা ইত্যাদি) পূরণের জন্য 'মসজিদে বাইত' থেকে বের হতে পারে। কারণ শরয়ী প্রয়োজন (জুমা ও জামায়াত) মহিলাদের জন্য নয়। এছাড়া ঘরে একটি ওয়াশরুম

www.dawateislami.net

কাছে এবং একটি দূরে থাকলে, বিনা ওযরে (অর্থাৎ অক্ষমতা ছাড়া) কাছের ওয়াশরুম ছেড়ে দূরের ওয়াশরুমে যাবে না।

(আহকামে তারাবীহ ও ইতিকাফ মা'আ বীছ তারাবীহ কা সুবূত, পৃষ্ঠা ১৯১, সংক্ষেপে)

সুন্নত ইতিকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী

সুন্নত ইতিকাফ অর্থাৎ রমযান শরীফের শেষ দশ তারিখে যা করা হয়। এতে রোযা শর্ত। তাই যদি কোনো রোগী বা মুসাফির ইতিকাফ তো করল কিন্তু রোযা রাখল না, তবে সুন্নত আদায় হবে না, বরং (সেই ইতিকাফ) নফল হবে। **(বাহারে শরীয়ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২২)**

ভাড়া বাড়িতে মসজিদে বাইত বানানো যায়?

ভাড়া বাড়িতে নামাযের জন্য কোনো অংশকে নির্দিষ্ট করার নিয়ত করে নিলেই, সেই জায়গাটি তার জন্য 'মসজিদে বাইত' হয়ে যাবে এবং সেখানে সে ইতিকাফ করতে পারবে।

মহিলার গোসলের জন্য মসজিদে বাইত থেকে বের হওয়া কেমন?

পুরুষ মূল মসজিদ (অর্থাৎ যে জায়গা নামায পড়ার জন্য বিশেষ করে ওয়াকফ করা হয়) এর সাথে সংযুক্ত (অর্থাৎ লাগোয়া) ওয়াকফকৃত জায়গা যা মসজিদের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবস্থাপনার (অর্থাৎ মসজিদের প্রয়োজনের) জন্য ওয়াকফ করা হয়, তাকে 'ফিনায়ে মসজিদ' বলা হয়। সেখানে তৈরি করা গোসলখানায় ইতিকাফের সময় ফরয না হলেও

www.dawateislami.net

গোসল করা যায়, কারণ ফিনায়ে মসজিদে গেলে তার ইতিকাফ ভাঙে না। কিন্তু মহিলা ঘরে নির্দিষ্ট করা (অর্থাৎ নির্ধারিত) জায়গায় ইতিকাফ করে, যাকে 'মসজিদে বাইত' বলা হয় এবং মসজিদে বাইতে 'ফিনা'-এর কোনো ধারণা করা যায় না তাই মহিলা মসজিদে বাইত থেকে বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের হতে পারবে না। সুতরাং মহিলা যদি ফরয গোসল ছাড়া অন্য কোনো গোসল, যেমন গরমের কারণে ঠাণ্ডা পাওয়ার জন্য, করতে বের হয়, তবে তার ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

(সংক্ষিপ্ত ফাতাওয়ায়ে আহলে সুন্নত, পৃষ্ঠা ১০২, সামান্য পরিবর্তনে)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে বাইত এবং ইসলামী বোনদের ইতিকাফের ২৫টি বিভিন্ন মাসআলা

(১) পুরুষদের ইতিকাফ মসজিদে বাইতে (অর্থাৎ ঘরওয়া মসজিদে) হতে পারে না। **(আলমগীরী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২১)**

(২) মসজিদে বাইতের হুকুম সাধারণ ওয়াকফকৃত মসজিদের মতো নয়। এটিকে বিক্রি করা, হেবা (অর্থাৎ GIFT) করা জায়েয।

(আল-বিনায়া শরহে হিদায়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬৯)

(৩) মসজিদে বাইতওয়ালা কামরার উপরে ওয়াশরুম বানাতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এর স্থায়ী (PERMANENT) মসজিদের মতো হুকুম নেই। **(প্রাগুক্ত)**

(৪) বড় কামরা বা ঘরে থাকা হল বা ড্রয়িং রুমের জন্যও মসজিদে বাইতের (অর্থাৎ ঘরের মসজিদের) নিয়ত করা যেতে পারে।

www.dawateislami.net

(৫) মসজিদে বাইত (অর্থাৎ ঘরের মসজিদ) পরিবর্তনও করা যেতে পারে। **(দারুল ইফতা আহলে সুন্নতের অপ্রকাশিত ফতোয়া)**

(৬) মসজিদে বাইতে (অর্থাৎ ঘরের মসজিদে) ক্রয়-বিক্রয়ও বিনা কারাহাতে জায়েয। এবং অপবিত্র ব্যক্তিও 'মসজিদে বাইত'-এ প্রবেশ করতে পারে। **(দারুল ইফতা আহলে সুন্নতের অপ্রকাশিত ফতোয়া)**

(৭) রমযান শরীফে এবং এই মুবারক মাস ছাড়াও মহিলারা নিজের 'মসজিদে বাইত' (অর্থাৎ ঘরের মসজিদে) নফল ইতিকাফ করতে পারে। **(প্রাগুক্ত)**

(৮) যদি অন্য কোনো ঘর থেকে কোনো ইসলামী বোন আসে এবং সেও এই 'মসজিদে বাইত'-এ ইতিকাফ করে, তবে তার ইতিকাফ করাও ঠিক হবে এবং বাইরে থেকে আসা বোনের জন্যও বাড়ির লোকদের সেই জায়গার নিয়ত করে দেওয়াই যথেষ্ট হবে।

(৯) 'মসজিদে বাইত'-এর জন্য প্রত্যেককে আলাদা আলাদা নিয়ত করার প্রয়োজন নেই, বরং যে জায়গাকে বাড়ির লোকেরা নামায ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে এবং তা পাক-পবিত্র রাখা হয় এবং তাকে 'মসজিদে বাইত' মনে করা হয়, তবে তা সবার পক্ষ থেকে 'মসজিদে বাইত' হয়ে যাবে।

(১০) ইসলামী বোন মসজিদে বাইতে (অর্থাৎ ঘরের মসজিদে) নফল ইতিকাফে ছিল, কোনো কারণে তার ইতিকাফ ভেঙে গেলে তার কাযা ওয়াজিব নয়। 'ফাতাওয়ায়ে শামী'-তে রয়েছে: যদি মহিলা মসজিদে বাইত থেকে বের হয়, যদিও নিজের ঘরের দিকেই হোক, তার

www.dawateislami.net

ইতিকাফ যদি ওয়াজিব হয় তবে ভেঙে যাবে এবং নফল হলে সম্পূর্ন অর্থাৎ শেষ হয়ে যাবে। **(রদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫০১)**

(১১) ইতিকাফ করার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক বা প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়া শর্ত নয়, বরং (সজ্ঞান) হওয়া উচিত। এই ধারণা ভুল যে, অবিবাহিতা বা কুমারী মহিলারা ইতিকাফ করতে পারে না।

(১২) রোযা এবং ইতিকাফের অবস্থায় মহিলার বাচ্চাকে দুধ পান করানো জায়েয।

(১৩) যদি মহিলা বিবাহিতা হয়, তবে সুন্নত ইতিকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া জরুরী। সুন্নত ইতিকাফ শুরু হয়ে যাওয়ার পর যদি স্বামী ইতিকাফ থেকে নিষেধ করে, তবে এখন ইতিকাফ ভাঙবে।

(১৪) ইসলামী বোনের জন্য মসজিদে বাইতে নফল ইতিকাফেরও একি আহকাম যা পুরুষদের জন্য, তাই ইসলামী বোনের উচিত যখনই মসজিদে বাইতে (অর্থাৎ ঘরের মসজিদে) যাবে, নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নেবে। যতক্ষণ সেখানে থাকবে, اِنْ شَآءَ الله নফল ইতিকাফের সওয়াব পেতে থাকবে।

(১৫) রমযানুল মুবারকের শেষ দশকের সুন্নত ইতিকাফের জন্য ইসলামী বোনের উচিত যে, ২০তম রোযার সূর্যাস্তের আগে সুন্নত ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে বাইতে প্রবেশ করবে, যাতে তার ২০তম রোযার সূর্য মসজিদে বাইতে থাকা অবস্থায় অস্ত যায়।

(১৬) ইতিকাফ যেহেতু উচ্চস্তরের ইবাদত, তাই ইতিকাফের নিয়ত থাকা জরুরী। এবং নিয়ত হলো মনের দৃঢ় সংকল্পকে বলা। যেমন:

www.dawateislami.net

মনে এই নিয়ত থাকা, বরং ভালো হয় যে, মনে নিয়ত থাকার সাথে সাথে মুখ থেকেও বলে নেয় যে, আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনের সুন্নত ইতিকাফের নিয়ত করছি।

(১৭) ইসলামী বোনের সুন্নত ইতিকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র থাকা জরুরী। যদি ইতিকাফের সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে ইতিকাফ ভেঙে যাবে। তাই ইসলামী বোনের ইতিকাফের আগে নিজের মাসিকের তারিখের খেয়াল রাখা উচিত। যদি রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনে মাসিকের তারিখ থাকে, তবে সুন্নত ইতিকাফ করবে না। রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনে মাসিকের তারিখ থাকলে, মাসিক বন্ধ করার ঔষধ খেয়ে ইতিকাফ করতে পারে।

(১৮) ইসলামী বোন সাহরীতে জাগানোর জন্য মসজিদে বাইত থেকে বের হতে পারবে না। তবে যদি সুন্নত ইতিকাফকারী ইসলামী বোন নিজে সাহরী না করে এবং সাহরী দেওয়ার মতো কেউ জেগে না থাকে, তবে সে নিজের সাহরীর ব্যবস্থা করার জন্য বা সাহরী ব্যবস্থাকারিকে মসজিদে বাইত থেকে বাইরে গিয়ে জাগাতে পারে। তবে জাগিয়ে বা (সাহরী বা ইফতারের) খাবার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে বাইতে ফিরে আসতে হবে, কারণ প্রয়োজনে যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের সীমা পর্যন্তই। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে, তবে ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

www.dawateislami.net

(১৯) ইসলামী বোন মসজিদে বাইতে সুন্নত ইতিকাফে বসেছিল এবং সেই জায়গাটি ভেঙে পড়তে লাগল, তবে সে তখন ঘরের অন্য কোনো অংশের জন্য মসজিদে বাইতের নিয়ত করে সেখানে নিজের বাকি ইতিকাফ করতে পারবে, তাহলে ইতিকাফ বিশুদ্ধ হবে।

(২০) ইসলামী বোন মসজিদে বাইতে (অর্থাৎ ঘরের মসজিদে) বিনা ওযুতেও থাকতে পারে, ইতিকাফের নিয়ত দ্বারা ইতিকাফের সওয়াবের হকদার হবে।

(২১) ইসলামী বোন ইতিকাফে 'মসজিদে বাইত'-এ কুরআন করীম তিলাওয়াত, যিকির ও দরূদ, দ্বীনী মুতা'আলা (অধ্যয়ন) এবং নফল ইত্যাদিতে সময় কাটাবে, সোশ্যাল মিডিয়া ও মোবাইল ইত্যাদির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বাঁচবে। মাদানী চ্যানেল দেখায় কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এটি গুনাহভরা প্রোগ্রাম থেকে মুক্ত।

(২২) ইসলামী বোন ইতিকাফের সময় 'মসজিদে বাইত'-এ বসে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করতে পারে এবং ঘরের কাজে নিজের জায়গায় থেকে কোনো পরামর্শ দিতে চাইলে দিতে পারে, কিন্তু নিজে উঠে মসজিদে বাইতের বাইরে বের হতে পারবে না।

(২৩) এটেজ বাথরুমকে মসজিদে বাইত হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না, কারণ মসজিদে বাইত নামাযের জন্য বিশেষ করা জায়গাকে বলা হয় এবং এটেজ বাথরুমকে নামাযের জন্য বিশেষ করা হয় না।

(২৪) মহিলা ইতিকাফের সময় মসজিদে বাইতে নিজের নাবালেগ বা বালেগ সন্তানকে সাথে রাখতে পারে।

www.dawateislami.net

(২৫) যদি পুরো গ্রামে রমযানুল মুবারকের শেষ দশকে শুধু মহিলাই মসজিদে বাইতে ইতিকাফ করে এবং কোনো পুরুষ মসজিদে না বসে, তবে মহিলার ইতিকাফ দ্বারা পুরো গ্রাম (দায়িত্বমুক্ত) হবে না, বরং মসজিদে কোনো এক ব্যক্তিকে ইতিকাফে বসা জরুরী হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আহমদ রযভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক আকেল (বুদ্ধিমান), বালেগ, (স্বাধীন) এবং সক্ষম মুসলমান (পুরুষ)-এর উপর জামায়াতে নামায পড়া ওয়াজিব। **(ফয়যুল বারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৭) (ফয়যানে নামায, পৃষ্ঠা ১৪০)**

শিশুদেরকে নামাযী বানানোর সেরা উপায়

হে আশিকানে রাসূল! মসজিদে ফরয নামায জামায়াতের সাথে খুব গুরুত্ব সহকারে আদায় করুন, বরং এর সাথে কিছু নফল নামাযেরও অভ্যাস থাকা উচিত এবং এই নফল নামায যদি ঘরে বানানো 'মসজিদে বাইত' (অর্থাৎ ঘরের মসজিদে) আদায় করা হয়, তবে ঘরে রহমত ও বরকত নাযিলের সাথে সাথে ঘরের সদস্য, স্ত্রী, সন্তানদের ইসলাহ (সংশোধন) এবং নেককার নামাযী হওয়ার জন্য উৎসাহের কারণও হতে পারে। বাচ্চারা সেই কথা কম মানে যা তাদের বলা হয়, কিন্তু তারা সেই কাজ সাধারণত করে নেয় যা তাদের সামনে বারবার করা হয়। তাই নিজের সন্তানদের নামাযের অভ্যাস করানোর জন্য এবং প্রচুর সওয়াব

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

লাভের ভালো ভালো নিয়তের সাথে ঘরে নফল নামায পড়ার অভ্যাস করুন। মহান তাবেঈ হযরত সাঈদ বিন জুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি আমার এই সন্তানের কারণে বেশি করে (নফল) নামায পড়ি।" হযরত হিশাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সাঈদ বিন জুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর ঘরে নামায পড়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন: "(তিনি) এই আশা রেখে (ঘরে নফল পড়তেন) যাতে সন্তানের মধ্যে নামাযের প্রতি আগ্রহ তৈরী হয়।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ৩০৯, নং ৫৬৫৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে
প্রিয় নবী ﷺ **এর**
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

০৩ রমযান শরীফ ১৪৪৩ হিঃ

05-04-2022

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশক	কিতাব	প্রকাশক
কুরআন মাজীদ		ফুয়ুজুল বারী	মাকতাবা রিযওয়ান লাহোর
নূরুল ইরফান	পীর ভাই কোম্পানী লাহোর	আর-রিয়াযুন নাদরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত	মাদারিজুন নুবুওয়াত	মারকাযে আহলে সুন্নত বারাকাতে রেযা হিন্দ
মুসলিম	দারুল কিতাবিল আরাবী বৈরুত	সীরাতে উমর বিন আব্দুল আযীয	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত
আবু দাউদ	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী বৈরুত	ইহয়াউল উলূম	দার সাদির বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকর বৈরুত	আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া	দারুল ফিকর বৈরুত
নাসায়ী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত	আল-বিনায়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত
মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল	দারুল ফিকর বৈরুত	আদ্-দুররুল মুখতার	দারুল মা'রিফাহ বৈরুত
মু'জামুল কবীর	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী বৈরুত	রদ্দুল মুহতার	দারুল মা'রিফাহ বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত	আলমগীরী	দারুল ফিকর বৈরুত
হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত	ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যা	রেযা ফাউন্ডেশন লাহোর
আল-ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হিব্বান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত	বাহারে শরীয়ত	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
শরহে মুসলিম	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত	ফয়যানে নামায	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
উমদাতুল ক্বারী	দারুল ফিকর বৈরুত	আহকামে তারাবীহ ওয়া ইতিকাফ	ওয়াদ্ব দোহা পাবলিকেশনস লাহোর
শরহে ইবনে বাত্তাল	মাকতাবাতুর রুশদ রিয়াদ	সংক্ষিপ্ত ফাতাওয়ায়ে আহলে সুন্নত	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
মিরকাতুল মাফাতীহ	দারুল ফিকর বৈরুত	আল্লাহ ওয়ালো কি বাতি	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ফয়যুল কাদীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত	ইহয়াউল উলূম (উর্দু)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ফাতহুল বারী	মাকতাবাতুল গুরাবা আল-আসারিয়্যাহ মদীনা মুনাওয়ারা	হাদায়িকে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
মিরআত	জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশনস লাহোর	কুবালায়ে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
নুযহাতুল কারী	ফরীদ বুক স্টল লাহোর	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

দরূদ শরীফের ফযীলত..... ১
ঘরে নামাযের জন্য স্থান নির্ধারণ করা সুন্নত ২
প্রিয় আকা'র নামায পড়ার স্থানকে 'মসজিদে বাইত' বানানোর (ঘটনা) ৩
প্রিয় আকাকে ঘরে তাশরীফ আনার অনুরোধ (ঘটনা)..... ৪
'মসজিদে বাইত' কাকে বলে? ৬
'মসজিদ' এবং 'মসজিদে বাইত'-এর নামাযের সাওয়াবে পার্থক্য ৬
'ওয়াকফ' কাকে বলে?..... ৭
মদীনায় সর্বপ্রথম 'মসজিদে বাইত' কে বানিয়েছিলেন?..... ৭
আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সিজদার স্থান (ঘটনা) ৭
প্রিয় আকা'র মসজিদে বাইত ৮
ঘরগুলোকে কবর বানিও না ৯
ঘরে নফল পড়া কল্যান ও বরকতের কারণ..... ১০
নফলগুলো মসজিদে বাইতে পড়ুন..... ১১
সুন্নতগুলো মসজিদেই পড়ুন..... ১১
ঘরে ঘরে মসজিদে বাইত তৈরি করুন..... ১২
ঘরে মসজিদ বানানো বুজুর্গদের তরিকা ১৩
মসজিদে বাইত বানানোর ব্যাপারে -মুস্তফার হুকুম ১৩
'মসজিদে বাইত' সম্পর্কিত ১০টি ঘটনা..... ১৪
(১) সিদ্দীকে আকবর এবং মসজিদে বাইতে ইবাদতের বরকত..... ১৪
(২) বিবি ফাতেমার মসজিদে বাইত (অর্থাৎ ঘরের মসজিদ)..... ১৫
(৩) সারাদিনের ইবাদতের চেয়েও ভারী বাক্য..... ১৬
হাদীসের ব্যাখ্যা ১৭
খেজুরের চার হাজার বিচি (ঘটনা) ১৭
পবিত্র বিবিগণ ইতিকাফ করতে থাকেন ১৮
(৪) ঘরে মসজিদ বানানো..... ১৯
অন্ধকারে নামায পড়া কেমন?..... ২০
(৫) সরকার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে বাইতে নামায পড়িয়েছেন..... ২০

www.dawateislami.net

(৬) মসজিদে বাইতে সিজদারত অবস্থায় ইন্তেকাল ২০
(৭) হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মসজিদে বাইতে..... ২১
(৮) অসুস্থের সেবার জন্য গেলে আগে রোগীর ঘরে নামায পড়তেন..... ২২
(৯) দারিদ্র্যের মহান পুরস্কার..... ২৩
আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ছাড়..... ২৪
(১০) হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর বাঁদীর স্বপ্ন..... ২৫
ইসলামী বোনদের ইতিকাফ..... ২৬
ইতিকাফ কত প্রকার?..... ২৬
মসজিদে বাইতের বিভিন্ন শরয়ী মাসআলা ২৭
মহিলা ইতিকাফের সময় মসজিদে বাইত থেকে বের হতে পারবে?..... ২৭
ভুলে মসজিদে বাইত থেকে বের হওয়ার হুকুম ২৮
মহিলা কী কী প্রয়োজনে মসজিদে বাইত থেকে বের হতে পারে?..... ২৮
সুন্নত ইতিকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী ২৯
ভাড়া বাড়িতে মসজিদে বাইত বানানো যায়? ২৯
মহিলার গোসলের জন্য মসজিদে বাইত থেকে বের হওয়া কেমন?..... ২৯
মসজিদে বাইত এবং ইসলামী বোনদের ইতিকাফের ২৫টি বিভিন্ন মাসআলা.. ৩০
জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব ৩৫
শিশুদেরকে নামাযী বানানোর সেরা উপায় ৩৫
তথ্যসূত্র..... ৩৭

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ‌ؕ

আমীরে আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া এর মসজিদে বাইত, যার নাম: “ফয়যানে রমযান”

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৬৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net